THE IMPRESSION, A Journal on Multi-Disciplinary Studies, A Peer Reviewed Journal
Annual Issue 2022 (ISSN: 2278-2699) pp. 40-47, *www.sreechaitanyamahavidyalaya.ac.in*

বৈদিক জ্যোতিরূপা সরস্বতী ও নদী সরস্বতীর সম্মিলিতরূপ বিচার

শ্রী বিপ্লব বাগদী*

সারসংক্ষেপ: *সরস্বতী জ্যোতির্ময়ী দেবতা। সরস্+বতী=সরস্বতী, এই হল সরস্বতী শব্দের ব্যুত্পত্তি। ঋগ্বেদে সরস্বান্ শব্দের অর্থ জ্যোতি। স্বামী নির্মলানন্দের মতে-'সরস্' শব্দের প্রকৃতার্থ জ্যোতিঃ। তদুত্তর অস্ত্যর্থে বতুপ্ এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। আবার দেবী ভাগবতে সরস্বতী হলেন জ্যোতিস্বরূপা। উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে-'সরস্ শব্দের আদিম অর্থ হল জ্যোতিঃ। সেই জন্য সরস্বান্ শব্দ সূর্যকেই বোঝায়। ঋগ্বেদে একটি মন্ত্রে সরস্বান্ শব্দ সূর্যকেই নির্দেশ করেছে- "দিব্যং সুপর্ণং বায়সং বৃহন্তমপাং গর্ভং দর্শ তমাষধীনাং অভীপতা বৃষ্টিভিস্তর্পয়ন্তং সরস্বন্ত্মবস জাহবীমি"[১] "তিনি সুন্দর গতি বিশিষ্ট,গমনশীল, প্রকান্ড জলের গর্ভ সমুত্পাদক এবং ওষধীসমূহের প্রকাশক। যাস্কাচার্যের মতে সরস্বতী শব্দের অর্থ জল। সৃ-ধাতু নিষ্পন্ন সর অর্থাত্ জল। তিনি বৃষ্টিধারায় জলাশয়কে পূর্ণ করেন এবং নদীকে পালন করেন।রক্ষার্থে তাকে আহ্বান করি।"[২] শ্রী শংকরনাথ ভট্টাচার্য ও 'সরস্ শব্দের অর্থ জ্যোতি করেছেন।'[৩] আবার অপর মন্ত্রে উক্ত হয়েছে— "সরস্বতী সাধয়ন্তীধিয়ং ন ইলা দেবী ভারতী বিশ্বতূর্তিঃ।তিস্রা দেবীঃ স্বধয়া বর্হিরদমচ্ছিদং পান্ডুশরণং নিষদ্য।"[৪] হিন্দু দেবী সরস্বতীকে শতাব্দী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বীণা হস্তে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রাচীনতম জ্ঞাত সরস্বতী-সদৃশ খোদাই চিত্রগুলি পাওয়া গিয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দের সমসাময়িক বৌদ্ধ প্রত্নক্ষেত্রগুলি থেকে। এই চিত্রগুলিতে সরস্বতীর হাতে হার্প-জাতীয় বীণা দেখা যায়। বাংলা ভাষায় সরস্বতীর অপরাপর নামগুলি হল সারদা, বাগ্দেবী, বাগ্বাদিনী, বাগীশা, বাগ্দেবতা, বাগীশ্বরী, বাঙ্ময়ী, বিদ্যাদেবী, বাণী, বীণাপাণি, ভারতী, মহাশ্বেতা, শতরূপা, গীর্দেবী, সনাতনী, পদ্মাসনা, হংসারূঢ়া, হংসবাহনা, হংসবাহিনী, কাদম্বরী, শ্বেতভূজা, শুক্লা ও সর্বশুক্লা ইত্যাদি।*

সূচক শব্দ: *সরস্বতী, জলেরদেবী, জ্যোতি, ভারতী, নদী সরস্বতী, বাক,বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী*

* অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, নবদ্বীপ বিদ্যাসগর কলেজ
ইমেল: bagdibiplab@gmail.com

ভূমিকা— বেদে সাধারণতঃ পুরুষ দেবতার প্রাধান্য দেখা যায়।পুরুষ দেবতার তুলনায় নারী দেবতার সংখ্যা যেমন অল্প, প্রাধান্যের দিক থেকেও কম।নারী দেবতার মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য লাভ করেছিলেন অদিতি, ঊষা এবং সরস্বতী। এতকিছু বাদ দিয়ে যদি শুধুই 'সরস্বতী' শব্দের বিশ্লেষণ করি দেখা যাবে 'সরস্বান্' শব্দের সঙ্গে 'স্বতী' স্ত্রীবাচক যুক্ত হয়ে 'সরস্বতী' শব্দের উৎপত্তি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ অনুসারে যার অর্থ- প্রচুর জলযুক্ত, সমুদ্র, নদ, নদী বিশেষ। ঋগ্বেদে অধিকাংশ জায়গায় 'সরস্বতী' শব্দ সিন্ধু নদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'দেবনদী' হিসেবেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ যিনি সরস ভাবে বহমান তিনিই সরস্বতী। প্রকারান্তরে তিনি হলেন জলের দেবী। এই সরস্বতী হলেন বৈদিক দেবী, যিনি নদী রূপা। তিনি লুকিয়ে থাকেন—তাই তিনি ফল্গু। প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে তাই গঙ্গা-যমুনাকে দেখা গেলেও সেখানে সরস্বতীকে চোখে পড়েনা। ঋগ্বেদস্থ সরস্বতীর সঙ্গে ঈড়া ও ভারতী নাম্নী দেবতার নাম অনেকবার সংশ্লিষ্ট হয়েছে। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে—"ভারতীর সরস্বতী যাবঃ সর্বাউপব্রুব। তা নশ্চাদয়ত শ্রিয়ে।"[৫] রমেশচন্দ্র দত্ত অনুবাদ করেছেন—"আমাদিগের যজ্ঞনিষ্পাদিকা (অগ্নিরূপ) সরস্বতী, ইলা এবং সর্বব্যাপিকা ভারতী দেবী তিনজন যজ্ঞে আশ্রয় করতঃ হব্য লাভের জন্য আমাদিগের যজ্ঞ পালন করুন"।[৬] যজুর্বেদেও এই ত্রয়ী দেবতার একত্র উল্লেখ ও আহ্বান দৃষ্ট হয়—"তিস্র দেবীর্বহিরদং সদয়ন্তিড়া সরস্বতী ভারতী"[৭] আচার্য সায়ন, আচার্য মহীধর, আচার্য যাস্ক প্রমুখ বেদের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণ এই দেবীত্রয়কে অগ্নি বা আদিত্যরূপে ও গ্রহণ করেছেন। আচার্য মহীধর শুক্ল যজুর্বেদের ২০/৬৩ মন্ত্রের ভাষ্যে বলেছেন—"সরস্বতী মধ্যম স্থানা, ভারতী দ্যুস্থানা, ইড়া পৃথিবী স্থানা।"[৮] যাস্কাচার্যকৃত নিরুক্তে উল্লিখিত—"ভরত আদিত্যস্তস্যভা ইলা মনুষ্যবদিহ চেতয়মানা "—অর্থাত্ ভরত শব্দের অর্থ আদিত্য, বা জ্যোতি ভারতী মনুষ্যতুল্য চৈতন্যময়ীরূপে বর্ণিতা।[৯] ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর এই প্রসংগে বলেছেন—"ভারতী, ইলা ও সরস্বতী-ইহারা ক্রমান্বয়ে দ্যুস্থান দেবতা সূর্য জ্যোতি, পৃথিবী স্থান দেবতা অগ্নি এবং মধ্যমস্থান দেবতা বিদ্যুত। এই তিন-ই অগ্নি, কাজেই তিস্রাদেবীঃ পৃথিবীস্থানা বলিয়া গঠিত"।[১০] যজ্ঞাগ্নিরূপা তিন দেবী অভিন্না।আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে—তিন দেবী তিন ঋতুর যজ্ঞাগ্নি—"ইড়া বর্ষা ঋতুর, ভারতী শরত ঋতুর এবং সরস্বতী শীত ঋতুর যজ্ঞরূপী তিন দেবী।"[১১]

যজ্ঞরূপা সরস্বতী—

সরস্বতী যে যজ্ঞরূপা তা ঋগ্বেদের এই মন্ত্রের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে—

"সরস্বতী দেবয়ন্তে হবন্তে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে।
সরস্বতীংসুকৃতো আহ্বায়ন্ত সরস্বতী দাশুষে বার্ষংদাত।।"[১২]

-অর্থাত্ "যাহারা দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে তাহার সরস্বতীকে আরাধনার জন্য আহ্বান করিতেছে, দেবতার যজ্ঞ যখন বিস্তারিতরূপ আরম্ভ হইল, তখন সুকৃতি লোক সরস্বতীকে আহ্বান করিল।সেই সরস্বতী যেন দাতা ব্যক্তির অভিলাষ পূর্ণ করেন।"[১৩] আবার কোন কোন ঋকে সরস্বতী দ্যাবাপৃথিবী ব্যপ্ত করে থাকেন।তিনি দীপ্তি দ্বারা স্বর্গ, মর্ত পূর্ণ করেন।"আপপ্রুষী পার্থিবান্যুরুরজা অন্তরীক্ষং সরস্বতী নিদস্পাতু।"[১৪]

অর্থাত্ পৃথিবী ও স্বর্গের বিস্তীর্ণ প্রদেশসকলকে যিনি নিজ দীপ্তি দ্বারা পূর্ণ করেছেন সেই দেবী যেন নিন্দুক হতে আমাদের রক্ষা করেন। সরস্বতী কেবল অগ্নি নন, তিনি সূর্যেরও কিরণ, যিনি দীপ্তি দ্বারা স্বর্গ, মর্ত ও অন্তরীক্ষকে ব্যপ্ত করেন। তাণ্ডমহাব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—"সরস্বত্যা বৈ দেবা আদিত্যমস্তভনুবন্ সা নাহযচ্ছত্ সাহভ্যলীয়ত তস্মাত্ সা কুঞ্জিকামতীব তং বৃহত্যাহস্ত ভনুবন"[১৫]

সরস্বতীর বক্রতা সূর্যের রশ্মির সর্বত্রগামিতা প্রকাশিত করে।সরস্বতীর সংগে যেমন ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তেমনি

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মরুত ও অশ্বিদ্বয়ের সংগেও দেখা যায়।একটি ঋকে সরস্বতী মরুতগণের সখা—

"সা নো বাধ্যবিত্রী মরুতসখা চোদ রাধো মঘোনাং।
ভদ্রমিদভদ্রা কৃণবত্ সরস্বত্যাকবারী চেততী বাজিনীবতী।।"[১৬]

অর্থাত "হে শুভ্রবর্ণা সরস্বতী! তোমার মহিমা দ্বারা মনুষ্যগণ উভয়বিধ অন্ন প্রাপ্ত হয়। তুমি রক্ষাকারিণী হইয়া তুমি হবিষ্মানদিগের নিকট ধন প্রেরণ কর।"[১৭]

সরস্বতীর রোগনিরাময় শক্তি—

শুক্ল যজুর্বেদে সরস্বতী স্বয়ং চিকিত্সক এবং দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের পত্নী-"সরস্বতী যোন্যাং গর্ভমন্তরশ্বিভ্যাং পত্নী সুকৃতং বিভর্তি।"[১৮] "সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের পত্নীরূপ গর্ভ, ইন্দ্ররূপ শোভন পুত্র ধারণ করেছিলেন। সরস্বতীর রোগনিরাময় শক্তি পরবর্তী জন্মস্মৃতিতে বিরাজিত ছিল। কথাসরিতসাগর গ্রন্থে সোমদেব জানিয়েছেন যে পাটলীপুত্রের নারীরা রুগ্ন ব্যক্তির চিকিত্সার জন্য সরস্বতীর ঔষধ ব্যবহার করতেন।"[১৯]

দুই প্রকার সরস্বতী—

যাস্কাচার্য দুই প্রকার সরস্বতীর কথা বলেছেন—"তত্র সরস্বতীত্যতস্য নদীবদ্দবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তী।" সরস্বতী কখনো ত্রিলোকব্যাপিনী সূর্যাগ্নির দ্যুতি আবার দ্যাবাপৃথিবীতে বহমানা নদীস্বরূপা। দ্যাবাপৃথিবীতে বর্ত্তমানা সরস্বতীর স্তুতি করেছেন ঋগ্বেদের ঋষি- "সরস্বতীমিন্মহয়া সুবরক্তিভিঃ স্মামৈর্ব শিষ্ঠ রোদসী" 'দ্যাবাপৃথিবীতে বর্ত্তমানা সরস্বতীকেই দোষবর্জিত স্তোত্র দ্বারা পূজা কর'।[২০] কিন্তু আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে—"সরস্ বা জল সমন্বিত মর্তের নদী সরস্বতীর সাদৃশ্য আকাশের ছায়াপথ কে দিব্য সরস্বতী বা জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী কল্পনা করা হয়েছে। এই ছায়াপথই সরস্বতী, স্বর্গ গঙ্গা, আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী।"[২১] নদী সরস্বতী আর্যভূমির অন্যতম প্রধান নদীরূপে বহুবার উল্লিখিত ও স্তুত হয়েছেন। ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ নদীস্তুতিতে বৈদিক আর্যভূমির প্রধান নদীগুলির উল্লেখ আছে—

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতী শুতুদ্রিস্তামং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয় শৃণুহ্যাসুষোময়া।।"[২২]

অর্থাত "হে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী , শতুদ্রু ও পরুষ্ণ্য! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নি সঙ্গ্য মরুদ্বৃধা নদী! হে বিতস্তা ও সুষমা সঙ্গত আর্জীকীয়া নদী! তোমরা শ্রবণ কর।"[২৩] সরস্বতী নদী শ্রেষ্ঠা, দেবীশ্রেষ্ঠা, সরস্বতী সম্বন্ধে ঋষি বলেছেন—"বৃহদু গায়িষ বচাহসূর্যা নদীনাম"[২৪], "(হে বশিষ্ঠ) তুমি নদীগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে বৃহত স্তোত্রগান করো।"[২৫] সেকালে সরস্বতী ছিল সর্বপ্রধান এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় নদী।

সরস্বতীর তীর ছিল প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহ, মহাভারতে সরস্বতীর মহিমা সরস্বতী নদীর তীরে জজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সরস্বতী নদীর তীরে অনুষ্ঠিত জজ্ঞের নাম সারস্বত জজ্ঞ। "অত্র সারস্বতৈর্য জ্ঞৈরীজানাঃ পরমর্শয়ঃ। সারস্বতৈর্য জ্ঞৈরিষ্টবন্তঃ সুরর্ষয়ঃ।।"

ধনদাত্রী-অন্নদাত্রী—

দেবী সরস্বতীর অন্যতম গুণ , তিনি ধনদাত্রী-অন্নদাত্রী-অন্নময়ী-বাজিনীবতী। ঋগ্বেদে তাই একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"পাবকা নঃ সরস্বতী বাজভিঃ বাজিনীবতী।
ভদ্রমিদভদ্রা কৃণবত সরস্বত্যকবারী চেততি বাজিনীবতী।।"[২৬]

সরস্বতী কেবল অন্ন, ধন ও সম্পদদায়িনী নন, তিনি সম্পদের রক্ষাকর্তীও। তিনি বৃত্র ও অন্যান্য মায়াবী দানব বধ করেছেন।

"উতস্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ।
বৃত্রঘ্নী বষ্টিসুষ্টুতিম।।"

ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের চতুর্থ ঋকে বলা হয়েছে-

"প্রাণোদেবী সরস্বতী বাজভির্বাজিনীবতী।
ধীনামবিত্র্যবতু।।"

—অর্থাত্ দানশালিনী, অন্ন সম্পন্না, স্তোত্রবর্গের রক্ষাকারিণী সরস্বতী যেন অন্ন দ্বারা সম্যকরূপে আমাদের তৃপ্তি সাধন করেন। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে বলা হয়েছে—"পাবকাঃ নঃ সরস্বতী বাজভিঃ বাজিনীবতী" অর্থাত্ তিনি অন্নদাত্রী, পুরাণ ও পুরাণোত্তর আধুনিকালে সরস্বতী বাক্য বা শব্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে প্রসিদ্ধা। বৈদিক সরস্বতী সম্পর্কে অথর্ববেদে বলা হয়েছে—

"ইয়ং যা পরমেষ্ঠিনী বাগদেবী ব্রহ্মসংশিতা।
ষয়েব সংসৃজে ঘোরং তয়ৈব শান্তিরস্তু নঃ।।"[২৭] পরমেষ্ঠিনী (পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পত্নী) ব্রহ্মা (ঋত্বিক) দ্বারা প্রশংসিতা বাগদেবী— যিনি ভীষণতার স্রষ্টী, তিনি আমাদের শান্তি রক্ষা করুন। ব্রাহ্মণসমূহে স্পষ্টভাবেই সরস্বতীকে বাক বা বাক্যদেবী বলা হয়েছে— "বাগ্বৈ সরস্বতী বাচমেব তত প্রীণাতী"[২৮] বাক-ই সরস্বতী[২৯], যা বাককে প্রীত করে। 'বাগ্বৈ সরস্বতী, বাগ যজ্ঞঃ'।[৩০] বাক এখানে সরস্বতী এবং যজ্ঞরূপা।'বাক বৈ সরস্বতী'[৩১], রামায়ণ বাণী সরস্বতী ও বাগ্দেবতা: বাক ও সরস্বতীর অভিন্নতা ব্রাহ্মণগুলিতে পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হয়েছে। প্রজাপতি বাককে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনভাগে ভাগ করেছিলেন— "প্রজাপতির্বাইদমকাক্ষরাং সতীং ত্রেধা ব্যকরাত্তো ইমা লোকা অভবন।"[৩২], "বাগ্বৈ সরস্বতী। তস্মাত প্রাণানাং বাগুত্তমা,"[৩৩] বাক-ই সরস্বতী, সেইজন্য তিনি প্রাণীগণের উত্তম বস্তু। বৃহস্পতি জ্ঞানের দেবতা এবং তিনিও বাকপতি। ইন্দ্র ও বাকপতি। জ্যোতিরূপা সরস্বতী জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। ত্রিলোকে বিচরণশীল জ্যোতিময়ী সরস্বতী প্রবাহমানা জলময়ী নদী সরস্বতী জ্ঞানের উদ্দীপনকারিণী হওয়ায় তিনি হলেন বিদ্যাদেবী। অনেক পণ্ডিতই মনে করেন যে সরস্বতী প্রথম ছিলেন নদী, পরে দেবতায় রূপান্তরিত হন। আচার্য রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন— "আর্যাবত সরস্বতী নামে যে নদী আছে, তাহাই প্রথম দেবী বলিয়া পূজিত ইইয়াছিলেন। এক্ষণে গঙ্গা যেরূপ হিন্দুদিগের উপাস্যদেবী প্রথম হিন্দুদিগের পক্ষে সরস্বতী নদী সেইরূপ ছিলেন।অচিরে সরস্বতী বাগ্দেবীও ইইলেন।"[৩৪]

সরস্বতীরস্বরূপ—

সরস্বতীর মূর্তি কল্পনায় বিভিন্ন ধ্যানমন্ত্রে তাঁর স্বরূপটি ফুটে ওঠে।যথা-দেবী শুভ্রবর্ণা, চতুর্ভূজা, হাতে পদ্ম, বীণা, পুস্তক, অক্ষমালা, সুধাকলস ও ব্যাখ্যানমুদ্রা, দেবী ত্রিনয়না, তাঁর ললাটে শশিকলা, তিনি শ্বেতপদ্মাসীনা, তিনি হংসরূপা, তিনি সৌভাগ্য ও সম্পদদাত্রী। খ্রীষ্টীয় ষোডশ শতাব্দীতে বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য 'সারদাতিলক তন্ত্র' থেকে সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃতি করেছেন, সেটি বহুল প্রচলিত—

"তরুণশকলমিন্দার্বি ভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ।
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিসন্না সিতাব্জ।।
নিজকরকামলাদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ।
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগদেবতা নঃ।।"

অর্থাত্ যাঁর ললাটে বিরাজিত তরুণ শশিকলা, যিনি শুভ্রবর্ণা, কুচভারবনতা, শ্বেতপদ্মাসীনা, যাঁর এক হস্তে উদ্যত লেখনী ও অপর হস্তে পুস্তক শোভা পায়।সেই বাগ্দেবী সকল বিভব সিদ্ধির নিমিত্ত আমাদের রক্ষা করুন।
আবার, নবদ্বীপের সুবিখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রসারে সরস্বতীর রূপ বর্ণনায় বলেছেন—
"শুভ্রাং স্বচ্ছবিলেপমাল্যবসনাং শীতাংশুখণ্ডজ্জ্বলাং।
ব্যাখ্যামক্ষগুণং সুধাঽঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ।।
বিভ্রাণাং কমলাসনাং বাগ্দেবতাং সস্মতাং।
বন্দে বাঞ্ছিতপ্রদাং ত্রিনয়নাং সৌভাগ্যসম্পতকরীম।।"
অর্থাত্ "যিনি শ্বেতাঙ্গী, শ্বেত চন্দন , শ্বেতমালা ও শ্বেতবসন পরিধান করিয়া চারিটি হস্তপদ জ্ঞানমুদ্রা, রুদ্রাক্ষমালা, সুধাপূর্ণকলস ও বিদ্যা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার ললাটদেশে চন্দ্র কলা শোভা পাইতেছে, কুচভারে অবনতা হইয়া যিনি সহাস্যবদনে শ্বেতকমলে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি ভক্তগণকে বাক, সম্পত্তি ও সর্বপ্রকার সৌভাগ্য সম্পদ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ত্রিনয়না বাগ্দেবীকে প্রণাম করি।"

সরস্বতীর আরেক নাম সারদা বা শারদা। কলা তাঁর আত্মা, তিনি বর্ণ জননী। সারদাতিলকে বলা হয়েছে— "কলাত্মা বর্ণজননী দেবতা শারদা স্মৃতা"।

বাংলা সাহিত্যেও বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী—

ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মত বাংলা সাহিত্যেও বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী বারংবার বন্দিতা ও আরাধিতা হয়েছেন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বলেছেন—
"শ্বেতবর্ণ শ্বেতবাস শ্বেতবীণা শ্বেতহাস
শ্বেত সরসিজ-নিবাসিনি।
বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র বেণুবীণা আদি যন্ত্র
নৃত্যগীত বাদ্যরঈশ্বরী।।"
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন— "বিমল মানস সরস বাসিনী
শুক্ল বসনা শুভ্রহাসিনী
বীণারঞ্জিত মঞ্জুভাষীনী
কমলকুঞ্জাসনা।"
পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেছেন— "সরস্বতী বিদ্যার ও ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে সমগ্র ভারতে পূজিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। এমনকি ভারতের বাইরেও দেশ-দেশান্তরে তাঁর পূজা প্রসারিত হয়েছে। নবদ্বীপে প্রাপ্ত পদ্মাসীনা সপ্ততন্ত্রী বীণাহস্তা সরস্বতী মূর্তি, তিব্বতে বজ্রধারিণী ময়ুরবাহনা বজ্র সরস্বতী ও বীণাপাণি সরস্বতী, জাপানে বেনতেন নামধারিণী সর্পাসনা দ্বিভূজা বীণাপাণি, অষ্টভূজা হপ্পিবেনতেন সরস্বতীর দেওয়ার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে।"

পৌরাণিকসরস্বতীরকথা—

কিন্তু তিনি কি শুধুই বিদ্যার দেবী? দেবীভাগবত অনুসারে সরস্বতী হলেন ব্রহ্মারপত্নী। তিনি বাকদান করেন। তাই তিনি বাগদেবী। তাঁর অপর নাম বাণী বা ভারতী। তিনি ভাষা থেকে শুরু করে সব বিদ্যাদান করেন। পঞ্জিকায় চোখ রাখলে দেখা যাবে দিনটি শ্রীপঞ্চমী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা জানি 'শ্রী' হল লক্ষ্মীদেবীর অপর নাম। লক্ষ্মী দেবীধন-

সম্পদের দেবতা নন। ধনদেবতা কুবের। লক্ষ্মীদেবী জীবনের লক্ষ্যস্থির করে জীবনকে শ্রীমন্ত করে তোলেন। সরস্বতীর আশীর্বাদে বিদ্যালাভ যাতে জীবনকে শ্রীমন্ডিত করে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে দেয় তাই সরস্বতীর হাতে যবের শিস দিয়ে তাতে লক্ষ্মীত্ব অর্পণ করা হয়। তাই দিনটি শ্রীপঞ্চমী।ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুজনেই বিষ্ণুর পত্নী। দ্বিতীয় মহাবিদ্যা তারাদেবীর অপর নাম হল নীল সরস্বতী। তাই তন্ত্র সাধকদের কাছে নীল সরস্বতী পুজো হল তন্ত্রসাধনার মহোৎসব। দুর্গাপুজোর সময় আমরা যে শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করে বা শুনে থাকি সেখানে দুর্গার কোন উল্লেখ নেই। সেখানে যে তিনদেবীর উল্লেখ রয়েছে তাঁরা হলেন মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী। বাংলা বা ভারতের সর্বত্রই এই মহাসরস্বতীর পুজো হয়। তিনি চতুর্ভুজা এবং ত্রিনেত্র। একমাত্র বাংলাতেই দ্বিভূজা সরস্বতীর রূপটি বহুল প্রচলিত। সরস্বতীর বর্ণনায় আমরা দেখি তাঁর গায়ের রঙ কুন্দফুল, চাঁদ এবং তুষারের মতন শ্বেতশুভ্র। তাঁর পরনে সাদা শাড়ি। তিনি শ্বেতপদ্মাসনা, শ্বেতপুষ্প শোভিতা, শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা। তিনি যেসব অলঙ্কার পরে রয়েছেন তারও রং সাদা। পুরাণ বিদ শিবশংকর ভারতীর মতে সরস্বতী হলেন শুচিতার প্রতীক। জ্ঞান হল নিরাকার এবং জ্যোতির্ময়। আবার জ্ঞানই হল পরমব্রহ্ম। তাই সব কিছুই রং বিহীন, শুধুই সাদা। তাঁর চারহাতের একটিতে অক্ষমালা, একটিতে বীণা, একটিতে বই এবং আরেকটি হাতে তিনি আশীর্বাদ করছেন। সরস্বতীর বাহন হিসেবে ময়ূর এবং হাঁসদুটোই বহুল প্রচলিত। ময়ূর হল সৌন্দর্যর প্রতীক আর হাঁস হল সেই পরমহংস যেকিনা দুধ এবং জল মিশিয়ে দিলে তার মধ্যে থেকে দুধটুকু আলাদা করে পান করতে পারে। অর্থাৎ জ্ঞান থেকে সারতত্ত্বটি আয়ত্ত করতে পারে।আলাপিণী বীণা হস্তে সরস্বতী, খ্রিস্টীয় দশম-দ্বাদশ শতাব্দী, পূর্ব ভারত অথবা বাংলাদেশ। দেবীভাগবত পুরাণ অনুসারে, পরম কুস্মন্দেরে প্রথম অংশে দেবী সরস্বতীর জন্ম। তিনি বিষ্ণুর জিহ্বাগ্র থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। সরস্বতী বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; সকল সংশয় ছেদকারিণী ও সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী এবং বিশ্বের উপজীবিকা স্বরূপিনী। ব্রহ্মা প্রথম তাঁকে পূজা করেন। পরে জগতে তাঁর পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়। সরস্বতী শুক্লবর্ণা, পীতবস্ত্রধারিণী এবং বীণা ও পুস্তকহস্তা। তিনি নারায়ণ এর থেকে সৃষ্ট হন তাই তিনি তাঁকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। পরে তিনি গঙ্গার দ্বারা অভিশাপ পান ও তিনি এক অংশে পুনরায় শিবের চতুর্থ মুখ থেকে সৃষ্ট হন ও ব্রহ্মা কে পতি রূপে গ্রহণ করেন। তারপর কৃষ্ণ জগতে তাঁর পূজা প্রবর্তন করেন মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে তাঁর পূজা হয়।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বৈদিক জ্যোতিরূপা সরস্বতী ও নদী সরস্বতী সম্মিলিতভাব জ্ঞানের দেবতা রূপে পুরাণতন্ত্র ও সাহিত্যে বিপুল শ্রদ্ধা ও ভক্তির অধিকারিণী হয়েছেন।সরস্বতীর আরাধনার ক্রমবিস্তার এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপকল্পনাও বৈচিত্র্য লাভ করেছে।ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্তপূরাণে যাজ্ঞবল্ক ঋষি বাগহদেবতা সরস্বতীর স্তব প্রসঙ্গে বলেছেন-

"ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতিরূপা সনাতনী।
সর্ববিদ্যাধিদেবী যা বাণ্যৈ নমানমঃ।।"

যাজ্ঞবল্কের স্তবে প্রীতা বাণী জ্যোতিরূপেই আবির্ভূতা হয়ে বর প্রদান করেছিলেন।গঙ্গা, লক্ষ্মী ও আসাবারী (সরস্বতীর পূর্ব জন্মের নাম) ছিলেন নারায়ণের তিন পত্নী। একবার গঙ্গা ও নারায়ণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলে তিন দেবীর মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদের পরিণামে একে অপরকে অভিশাপ দেন। গঙ্গার অভিশাপে আসবারী নদীতে পরিণত হন। পরে নারায়ণ বিধান দেন যে, তিনি এক অংশে নদী, এক অংশে ব্রহ্মার পত্নী ও শিবের কন্যা হবেন এবং কলিযুগের পাঁচ হাজার বছর অতিক্রান্ত হলে সরস্বতী সহ তিন দেবীরই শাপমোচন হবে।গঙ্গার অভিশাপে

আসাবারি মর্ত্যে নদী হলেন এবং ব্রহ্মার পত্নী হলেন ও শিবের চতুর্থ মুখ থেকে সৃষ্টি হয়ে তার কন্যা হলেন।শুক্ল যজুর্বেদ রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি যখন ক্রৌঞ্চ হননের শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, সে সময় জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মাপ্রিয়া সরস্বতী তাঁর ললাটে বিদ্যুৎ রেখার মত প্রকাশিত হয়েছিলেন। সরস্+বতী=সরস্বতী অর্থ জ্যোতির্ময়ী। ঋগ্বেদে এবং যজুর্বেদে অনেকবার ইড়া, ভারতী, সরস্বতীকে একসঙ্গে দেখা যায়। বেদের মন্ত্রগুলো পর্যালোচনায় ধারণা হয় যে, সরস্বতী মূলত সূর্যাগ্নি।তিনি জ্যোতির্ময়ী, জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পরমাত্মার মুখ থেকে আবির্ভূতা।তিনি সর্বশুক্লা, বীণাপুস্তকধারিণী, চন্দ্রের শোভাযুক্তা হংসবাহিনী। শ্রুতিশাস্ত্রের মতে তিনি শ্রেষ্ঠা। কারণ তিনি দান করেন বিদ্যা, 'সা বিদ্যা পরমা'। বাগ্দেবী সরস্বতীকে তাই শতসহস্র কোটী প্রণাম নিবেদন করছি।

তথ্যসূত্র :

১. (ঋ. ১/১৬৪/৫২)
২. অনুবাদ-(রমেশচন্দ্র দত্ত)
৩. (ঋ. ৬/৬/১১)
৪. (ঋ. ৬/৬/১১)
৫. (তাণ্ডমহাব্রাহ্মণ-২৫/১০/১১)
৬. (ঋ.-৭/৯৬/২)
৭. (অনুবাদ- রমেশচন্দ্র দত্ত ঋ.-৭/৯৬/২)
৮. (শুক্ল যজুর্বেদ-১৯/৯৪)
৯. (কথাসরিতসাগর-১০/১০/৩০-৩৯)
১০. (অনুবাদ-রমেশচন্দ্র দত্ত,ঋ. ৭/৯৬/১)
১১. (বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল,পৃ.১১)
১২. (ঋ.-১০/৭৫/৫)
১৩. (অনুবাদ-রমেশচন্দ্র দত্ত,ঋ.-১০/৭৫/৫)
১৪. (ঋ.-৭/৯৬/১)
১৫. (অনুবাদ-রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋ.-৭/৯৬/১)
১৬. (মহাভারত বনপর্ব-১২৮/১৪)
১৭. (ঋ.-৭/৯৬/৩)
১৮. (ঋ. ৬/৬১/৭)
১৯. (ঋ. ৬/৬১/৭)
২০. (তন্ত্রসার, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃ. -১৯৭)
২১. (তন্ত্রসার, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃ. -১৯৮-১৯৯)
২২. (অনুবাদ-পঞ্চানন তর্করত্ন)
২৩. (সারদাতিলক-৬/৩৩)
২৪. (ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বসুমতী, অন্নদামঙ্গল, পৃ.-৪)
২৫. (পুরস্কার, সোনারতরী)

২৬. (সরস্বতী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃ.-১২৬-১৩১)
২৭. (অথর্ববেদ -১৯/১/৯/৩)
২৮. (সাংখ্যায়ণ ব্রাহ্মণ -৫ম অঙ্ক)
২৯. (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-৩/২)
৩০. (শতপথ ব্রাহ্মণ-১/১/৪)
৩১. (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-৩/১৩)
৩২. (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ-২০/১৪/৫)
৩৩. (কৃষ্ণ যজুর্বেদ-১/১/৭৭)
৩৪. (ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ-১ম, ১/৩/১০, ঋকের টীকা-পৃ. ৯-১০)
৩৫. বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ. সরস্বতী. কোলকাতা: ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট২. দত্ত,রমেশচন্দ্র. ঋগ্বেদ সংহিতা. কোলকাতা: হরফ প্রকাশিনী, ১৯৯২
৩৬. ঠাকুর, অমরেশ্বর. যাস্ক; নিরুক্ত. ১ম-৪র্থ খণ্ড, কোলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫-৬৩
৩৭. রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র. বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল. কোলকাতা: এম.সি. সরকার, ১৩৬১
৩৮. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ. "হিন্দুদের দেবদেবী", তৃতীয় পর্ব, কোলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম.প্রা. লি., ১৯৮০
৩৯. ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, (বসুমতী), অন্নদামঙ্গল-পৃ. ৪, কোলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪৩
৪০. তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী সং) , পৃ.-১৯৮-১৯৯
৪১. সারদাতিলক, পৃ.-৬/৩৩
৪২. সংসদ সমার্থশব্দকোষ, অশোক মুখোপাধ্যায়, সংকলন ও সম্পাদনা সহযোগিতা: সোমা মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য
৪৩. সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৬ (সংশোধিত) মুদ্রণ, পৃ. ১৯৮-১৯৯
৪৪. সরস্বতীধ্যানম্: স্তবকুসুমাঞ্জলি, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৩৫৪